

## লাইলাতুল কুদরে আমাদের করণীয়

### ডষ্ট্র মোহাম্মদ ইদ্রিস

লাইলাতুল কুদরের ফযীলত সংক্রান্ত আয়াত ও হাদীসের আলোকে বলা যায়, এ অতুলনীয় ফযীলতপূর্ণ মুবারক রাতে আল্লাহর অনুগ্রহ লাভের চেষ্টায় আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো কর্তব্য। একটি মাত্র রাতে হাজার মাসের চেয়ে বেশি ফযীলত লাভের যে সুযোগ আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের দিয়েছেন, যে সুযোগ গ্রহণের প্রেরণা দিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করেছেন। তাই এ রাতে ফরয এবাদত ছাড়াও নফল নামায, তিলাওয়াত, থিকির, তাসবীহ, দরজনসহ আল্লাহর দরবারে নিজেদের দোজাহানের সৌভাগ্য প্রার্থনা করে দোয়া করতে হবে। এ ভাগ্য রজনীতে দোয়া করুল করে আল্লাহ পাক কারও ভাগ্যে নির্ধারিত দুঃখ দুর্দশা মিটিয়ে দিয়ে তার পরিবর্তে দান করতে পারেন সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও কল্যাণ। তাই সম্ভব হলে সারারাত নফল এবাদত আত্মনিয়োগ করে মন প্রাণ উজাড় করে আল্লাহর প্রতি ঐকান্তিক আস্থা নিয়ে যাবতীয় অভাব মোচনের জন্য, নিজের বিগত জীবনের গুনাহের মার্জনার জন্য এবং ইহ-পারলৌকিক যাবতীয় কল্যাণের জন্য পরম দাতা আমাদের রব আল্লাহ ত'য়ালার দরবারে ধর্না দিতে হবে। দান-খয়রাতসহ অন্যান্য নেক আমলও যথাসম্ভব বেশি করতে হবে। মনের মধ্যে উৎসাহ ও প্রশান্তি বজায় রাখতে হবে। কারণ এ নেক কাজের এমন এক উৎসব মুখর কল্যাণময় রাত, যে রাতে আমাদের দোয়ায় আমীন আমীন বলার জন্য ওহী বাহক রহস্য আমীন জিবরাইল সহ অসংখ্য রহমতের ফেরেশতা দুনিয়াতে নেমে আসেন, তারা আমাদের জন্য রহমতের দোয়া করেন। এছাড়া এ রাতে পাঠের জন্য একটি বিশেষ দোয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিখিয়ে দিয়েছেন:

‘আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি আমি কোনভাবে জানতে পারি কোন রাতটি লাইলাতুল কুদর, তাহলে কি দোয়া করব? জবাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ দোয়া পড়বে ‘আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা ‘আফুরুন, তুহিবুরুল ‘আফওয়া, ফা‘ফু ‘আনী’। অর্থ-‘হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল, তুমি ক্ষমা পছন্দ কর, অতএব আমাকে তুমি ক্ষমা কর।’ (আহমাদ- ইবনু মাজাহ) কাজেই এ রাতে বিভিন্ন এবাদতের মাঝে মাঝে এ দোয়াটি অবশ্যই বার বার পড়া উচিত। সর্বেপরি এ রাতের তাৎপর্যের কথা মনে রাখতে হবে। এর এত মর্তবা যে কুরআন নাযিলের কারণে, সেই কুরআনের হক আদায়, কুরআনের আলোকে নিজের বাস্তব জীবনে পর্যালোচনা এবং কুরআনের বর্ণিত মু’মিনের গুণাবলি অর্জনের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টার সাথে সাথে আল্লাহর কাছে এ সবের জন্য তওঁফীক চাইতে হবে। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশানুযায়ী রম্যানের শেষ দশকে যথাসাধ্য সর্বাত্মক এবাদতে আত্মনিয়োগ করে লাইলাতুল কুদরের মতো মহাসুযোগের সন্ধ্যবহার করতে হবে।

**রম্যানের শেষ দশ দিনের প্রস্তুতি:** পুরো রম্যান মাসই এবাদতের ভরপুর ঘোসুম, তার মধ্যে শেষ দশ দিন আরও বেশি গুরুত্ববহু। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী ও আমল আমরা রম্যানের শেষ দশ দিবসের গুরুত্ব ও মর্তবার আধিক্য দেখতে পাই। ‘হ্যরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রম্যানের শেষ দশ দিন উপস্থিত (অর্থাৎ ২০ দিন হয়ে ২১ তারিখ শুরু) হতো, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর লুঙ্গি কষে বাঁধতেন এবং রাতে এবাদতে জেগে কাটাতেন, আর তাঁর পরিবারের লোকদেরও জাগিয়ে দিতেন। (বুখারী ও মুসলিম) এখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আমল অনুসরণে রম্যানের শেষ দশ দিনে করণীয় কয়েকটি কাজ উল্লেখ করা যায়।

(ক) **সিদ্ধান্ত গ্রহণ:** লুঙ্গি বাঁধার স্থান স্থান হলো কোমর। এর মর্মার্থ হচ্ছে কোমর বেঁধে লেগে যাওয়া। অর্থাৎ, কোন কাজের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে পূর্ণ চেষ্টার হওয়া। রাসূল সম্পর্কে আয়েশা (রাঃ)-এর উক্তির অর্থ সরাসরিও হতে পারে। অর্থাৎ, তিনি সত্য সত্যই শক্ত করে লুঙ্গি বেঁধে এবাদতে লেগে যেতেন। অথবা রূপক অর্থও হতে পারে, অর্থাৎ, তিনি পূর্ণ শারীরিক মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবাদতে রত হতেন। হাদীসের এ অংশ দ্বারা আমরা বুঝতে পারি, রম্যানের শেষ তৃতীয়াংশ শুরু হলে আমাদের আরও বেশি এবাদতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।

(খ) **রাত জাগরণ:** রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রম্যানের শেষ দশ দিনের রাতগুলো জেগে কাটাতেন। অন্য হাদীসে রয়েছে, আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, ‘নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রম্যানের প্রথম বিশ

রাতে কখনও নামাযে এবং কখনও ঘুমে কাটাতেন, কিন্তু যখন শেষ দশ রাত উপস্থিত হতো, তখন তিনি জামার হাতা গুটিয়ে নিতেন এবং শক্ত করে কোমর বাঁধতেন। (আহমাদ) অর্থাৎ, আরও বেশী এবাদতের জন্য ঘুম ছেড়ে দিতেন। আমাদের কর্তব্য হল, রম্যানের শেষ দশ রাতে ঘুমের পরিমাণ কমিয়ে দিয়ে এবাদতের জন্য রাতে জাগা।

(গ) পরিবারস্থ লোকদের ঘুম থেকে জাগিয়ে দেয়া: রম্যানের শেষ দশ দিনের রাতগুলোতে এবাদত করার জন্য রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের ঘরের লোকদের জাগিয়ে দিতেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে উদ্ধৃত হয়েছে, নবী করীম সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেমা ও আলী (রাঃ)-এর ঘরের দরজায় করাঘাত করে তাঁদের ঘুম থেকে জাগাতেন বরং বলতেন, ‘ওহে! তোমরা দুজন নামায আদায় করার জন্য দণ্ডয়মান হবে না! এভাবে উম্মুল মু’মিনীনগণ সহ ঘরের প্রাপ্তবয়স্কদেরও তিনি জাগাতেন। তাই আমাদের কর্তব্য হল, এ রাতগুলোতে জেগে নিজে এবাদত করার সাথে সাথে পরিবারের লোকদেরও জাগানো। পরিবারের সবাইকে নিয়ে এ বরকতপূর্ণ রাতগুলোতে নফল নামায, দোয়া-মুনাজাত ও অন্যান্য এবাদতের মধ্যে এক অতুলনীয় প্রশান্তি লাভ করা যায়, আল্লাহর অনুগ্রহের এক বিশেষ অনুপম নির্দর্শনও উপলব্ধি করা যায়। প্রয়োজনে নিজ স্বামী বা স্ত্রীর চেহারায় (আদরের সাথে) পানি ছিটিয়ে ঘুম থেকে জাগিয়ে নফল নামাযে শরীক করার জন্যও উৎসাহিত করেছেন মহান শিক্ষক রাসূল। এখানে উল্লেখ্য, এ তিনটি কাজ-সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ, রাত জাগরণ ও পরিবারস্থ লোকদের জাগানো, সবাই আল্লাহ তা’য়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে। তাই এ রাতগুলোতে জেগে তাহাজুন্দসহ অন্যান্য নফল নামায, কুরআন তিলাওয়াত, দোয়া মুনাজাত, তাসবীহ, দরজ শরীফ সহ অন্যান্য দোয়া পড়ে আল্লাহর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে হবে। পূর্ণ আন্তরিকতা নিয়ে রম্যানের শেষ দশ দিনের ফয়লত লাভের প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

(ঘ) ইতিকাফ করা: ইতিকাফের শাব্দিক অর্থ আবদ্ধ হওয়া, আটকা পড়া, থেমে যাওয়া। শরিয়তের পরিভাষায় ইতিকাফ হলো-পার্থিব কাজ-কারবার ও সংশ্রব ত্যাগ করে নিয়ত সহকারে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নিজেকে মসজিদে আবদ্ধ করা বা অবস্থান করা। হ্যরত আয়েশা (রাঃ) বলেন: নবী করীম সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক রম্যানের শেষ দশ দিন ইতেকাফ করতেন। এ আমল তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত জারি থাকে। তাঁর ইন্তেকালের পরে তাঁর স্ত্রীগণ রম্যানের শেষ দশ দিন ইতেকাফ করতেন। (বুখারি-মুসলিম) আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রম্যানের শেষ দশ দিন ইতিকাফ করতেন। একবছর তিনি ইতেকাফ করতে পারেননি, তাই পরবর্তী বছর বিশ দিন ইতিকাফ করেন। (তিরমিয়ী)

ইতিকাফ একটি শ্রেষ্ঠ এবাদত, কারণ এতে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক নিবিব হয়, পার্থিব সকল কিছুর মায়াজাল ছিন্ন করে একমাত্র আল্লাহর ধ্যানেই অন্তরাত্মাকে নিবিষ্ট করা হয়। ইতিকাফের মাধ্যমে সাংসারিক কর্মব্যস্ততা ও প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা উপেক্ষা করে নিজের চিন্তা, শক্তি, যোগ্যতা, চেষ্টা ও সময়কে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর এবাদতে নিয়েজিত করা হয়। আল্লাহর নৈকট্যলাভের এ তরবিয়ত পরবর্তীতেও ইতেকাফকারীকে আল্লাহর নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকতে ও আল্লাহর সাথে সম্পর্ক মজবুত রাখতে সহায়তা করে। রম্যানের শেষ দশ দিন ইতিকাফ সুন্নাতে মুয়াক্কাদয়ে কেফায়া। তাই এই সুন্নাত সজীব রাখার জন্য মহল্লার কিছু লোকের ইতিকাফের ব্যবস্থা করা মুসলমানদের কর্তব্য। মহল্লার কেউই যদি ইতিকাফ না করে তবে সমগ্র মহল্লাবাসীই এ সুন্নাত তরকের জন্য গুনাহগার হবে। পুরুষের ইতিকাফের জন্য মসজিদ শর্ত হলেও মহিলারা তাদের ঘরের নির্জন স্থানে বসে ইতিকাফ করবেন। যেসব মহিলার ছেট বাচ্চা ও সাংসারিক দায়িত্ব-কর্তব্য খুব বেশি নেই, এমন মহিলাদের অবশ্যই অত্যন্ত ফয়লতপূর্ণ ইতিকাফ পালনের চেষ্টা করা উচিত। এর ফয়লত সম্পর্কে হাদিস শরিফে রয়েছে: ‘ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইতেকাফকারী সকল পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায় এবং তার জন্য এত বেশি সওয়াব লিখিত হয় যেন সে সব ধরনের নেক কাজ রয়েছে।’ (মিশকাত) অর্থাৎ ইতিকাফকারী নিজেকে আবদ্ধ রাখার কারণে যেমন গুণাহ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব হয়, তেমনি যাবতীয় নেক কাজের সওয়াবেরও অধিকারী হয়। অন্য হাদীসে রয়েছে: ‘যে ব্যক্তি রম্যানের শেষ দশ দিন ইতিকাফ করল, সে যেন দুটি হজ্জ ও দুটি ওমরা আদায় করল।’ (বায়হাকী)

(ঙ) তাওবা ইসতিগফার পড়া: তাওবা শব্দটির অর্থ- ফিরে আসা। কোন ব্যক্তি যখন নিজের ভুল বুঝতে পেরে সঠিক পথে ফিরে আসে, তখন বলা হয় যে, সে তাওবা করেছে। অর্থাৎ ভুল পথ থেকে ফিরে এসেছে। বান্দাহ নিজের ভুল বুঝতে পেরে সঠিক পথে ফিরে এসে মহান আল্লাহর কাছে তাওবা করলে তিনি তার তাওবা কবুল করেন এবং তাকে

ক্ষমা করে দেন। অর্থাৎ ভুলের কারণে বান্দাহর প্রতি তাঁর যে অসন্তুষ্টি ছিল তা তিনি উঠিয়ে নেন এবং তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: ‘আর যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করবে কিংবা নিজের প্রতি যুলম করবে তারপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে, সে আল্লাহ কে পাবে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।’ (সূরা আন-নিসা: ১১০) বান্দাহর বেলায় তাওবাহ করার অর্থ হলো ক্ষমা চাওয়া। আর মহান আল্লাহর বেলায় তাওবাহ করার অর্থ- হলো ক্ষমা করে দেয়া। ক্ষমা করে দেয়াকে তিনি পছন্দ করেন। যারা তাঁর কাছে ক্ষমা চায় তাদেরকেও তিনি অধিক পছন্দ করেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। অথচ এই ঘোষণা তিনি দেননি যে, যারা কখনো ভুল করে না তাদেরকে তিনি অধিক পছন্দ করেন। আল্লাহ রবুল আলামীন বান্দার তওবাতে কী পরিমাণ আনন্দিত হন তা নিম্নোক্ত হাদীসে আলোচিত হয়েছে: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খাদেম আবু হাময়া আনাস বিন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: ‘কোনও লোক বিজন মরণ প্রাপ্তরে উট হারিয়ে যাবার পর পুনরায় তা ফেরত পেলে যে পরিমাণ আনন্দে উদ্বেলিত হয় মহান আল্লাহ বান্দার তওবাতে তার চেয়েও বেশি আনন্দিত হন।’ [সহীহ বুখারী]

মহান আল্লাহ ক্ষমাশীল; তিনি তার বান্দাকে ক্ষমা করতে চান। আল্লাহ তা'য়ালা দিনের অপরাধীকে ক্ষমা করার জন্য রাতে তাঁর হাত প্রসারিত করেন। আর রাতের অপরাধীকে ক্ষমার জন্য দিনে তাঁর হাত প্রসারিত করেন। হজরত আবু মুসা আশয়ারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: ‘আল্লাহ দিনের অপরাধীকে ক্ষমার জন্য রাতে তাঁর হাত প্রসারিত করেন। আর রাতের অপরাধীকে ক্ষমার জন্য দিনে তাঁর হাত প্রসারিত করেন। (তিনি এরূপ করতেই থাকেন) যে পর্যন্ত না সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হয় (তথা কিয়ামত পর্যন্ত)।’ [সহীহ মুসলিম] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব বেশী তওবা-ইস্তেগফার করতেন। হজরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, ‘আল্লাহর শপথ, আমি দিনে সন্তুষ্ট বারের অধিক আল্লাহর নিকট তওবা-ইস্তেগফার করি।’ [সহীহ বুখারী] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘হে মানব মণ্ডলী, তোমরা আল্লাহর নিকট তওবা কর। কেননা, আমি দিনে একশতবার তওবা করি।’ [সহীহ মুসলিম] ‘হ্যারত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সাঃ) বলেছেন- আমি কি তোমাদেরকে জানাবো না, তোমাদের রোগ কি এবং তার ঔষধ কি? তোমাদের রোগ হল গুণাহ, আর তোমাদের ঔষধ হলো ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা। (বায়হাকী)

মহান আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে তাঁর অফুরন্ত নিয়ামত মহা-মহিমান্বিত লাইলাতুল কুদর নসিব করছেন। তিনি আমাদের গুনাহসমূহ মাফ করছেন, আমিন।

লেখক: সহকারী অধ্যাপক, সাঁথিয়া মহিলা ডিপ্রিকলেজ, সাঁথিয়া, পাবনা। ই-মেইল: [drmidris78@gmail.com](mailto:drmidris78@gmail.com)